বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নকল্পে

স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপন্থা

(Plan of Action)

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ
মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নকল্পে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপন্থা (Plan of Action)

সেপ্টেম্বর ২০১৪

মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা
www.fisheries.gov.bd

প্রধান সম্পাদক

ড. সৈয়দ আরিফ আজাদ
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সম্পাদনা পরিষদ

নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ূন, পরিচালক, সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর
মোঃ সিরাজুল ইসলাম, উপ-প্রধান, মৎস্য অধিদপ্তর
মোঃ আবুল হাশেম সুমন, প্রকল্প পরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর
ইয়াসমিন আরা আহমেদ, সহকারী প্রধান. মৎস্য অধিদপ্তর

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকিবুল মইন

প্রকাশনায়: মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ, ঢাকা।

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নকল্পে স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপন্থা (Plan of Action)

বাংলাদেশের দক্ষিণে নবায়নযোগ্য মৎস্য ভান্ডারে পরিপূর্ণ এবং জীববৈচিত্রে সমৃদ্ধ বিশ্বের ৬৪টি বৃহৎ সামুদ্রিক ইকোপদ্ধতির (Large Marine Ecosystem) অন্যতম বঙ্গোপসাগর এর অবস্থান। দেশের দক্ষিণ-পূর্বে টেকনাফ হতে দক্ষিণ-পশ্চিমে সুন্দরবন পর্যন্ত ৭১০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত বেইজ লাইন হতে দক্ষিণে প্রসারিত ২০০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল (Exclusive Economic Zone, EEZ) রয়েছে। এই বিশাল জলরাশিতে উপস্থিত মূল্যবান মৎস্য সম্পদকে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে স্থিতিশীল পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করে বর্তমান ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য স্থায়ীভাবে সম্পদ ব্যবহারের সম্ভাবনা ও সুযোগ রয়েছে। এছাড়াও বঙ্গোপসাগরে বহুমুখী ও সময়োপযোগী ব্যবস্থাপনা কৌশল গ্রহণের মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, উপকূলীয় বিশাল জনগোষ্ঠীর জীবিকায়ন, খাদ্য নিরাপত্তা ব্যবস্থা সংহতকরণ, সর্বোপরি কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের দারিদ্র্য বিমোচনে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে সক্ষম। বঙ্গোপসাগরে রয়েছে ৪৭৫ প্রজাতির ছোট-বড় নানা আকারের মাছ, ৩৬ প্রজাতির চিংড়ি, ৫ প্রজাতির লবষ্টার, ১৫ প্রজাতির কাঁকড়া, ১২ প্রজাতির শিরোপদী, ৩৫১ প্রজাতির ঝিনুক/শামুক, ৩৩ প্রজাতির স্পঞ্জ, ৫৬ প্রজাতির শৈবাল, ১৩ প্রজাতির প্রবালসহ অফুরন্ত প্রাণিজ ও উদ্ভিদ সম্পদ যা মানব কল্যাণে ব্যবহারযোগ্য। বর্তমানে বঙ্গোপসাগর হতে বছরে প্রায় ৬.০০ লক্ষ মে.টন মৎস্য আহরিত হচ্ছে- যা দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা প্রায় ১৮ ভাগ। বর্তমানে সামুদ্রিক মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ৮২ ভাগ ক্ষুদ্রায়তন মৎস্য অর্থাৎ যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান দ্বারা উপকূলীয় জলরাশির ৪০ মিটার গভীরতার ভিতরে আহরিত মৎস্য। এছাড়া বর্তমানে ২৩০টি বাণিজ্যিক ট্রলার সহযোগে সাগরের ৪০-১০০ মিটার গভীরতায় চিংড়ি/মৎস্য আহরণ কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশের রয়েছে জীববৈচিত্রে ভরপুর পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট "সুন্দরবন" এবং এর পারিপার্শ্বিকে একাধারে মিঠা পানি লবণাক্ত ও চিংড়ির মাছের নার্সারি গ্রাউন্ড। বিদেশী পর্যটকদের জন্য রয়েছে দেশের একমাত্র প্রবালসৃষ্ট সেন্টমার্টিন দ্বীপসহ অসংখ্য ছোট বড় পরিবেশ ও পরিবেশগত অনন্য বৈচিত্রময় দ্বীপ।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ সরকারের দূরদর্শী ও প্রজ্ঞাবান উদ্যোগের ফলে আন্তর্জাতিক আদালতের মাধ্যমে মিয়ানমার ও ভারতের সাথে সমুদ্র সীমানা সংক্রান্ত দীর্ঘ ৩৮ বছরের বিরোধ এর শান্তিপূর্ণ আইনি সমাধানের ফলে ১,১৮,৮১৩ বর্গ কিঃ মিঃ জলাশয়ের (যা বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডের প্রায় ৮০ ভাগের উর্দ্ধে) ও সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। পৃথিবীর বৃহৎ সামুদ্রিক ইকোপদ্ধতির মধ্যে বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ অত্যন্ত সমৃদ্ধ থাকলেও এ সম্পদের বিজ্ঞান ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা ও আহরণ নিশ্চিত করা না গেলে একসময় তা নিঃশেষ হয়ে মৎস্য শুন্য হয়ে অর্থনীতিকে দুর্বল করে ফেলবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহসী উদ্যোগে আইনি প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত এ বিশাল সামুদ্রিক জলাশয় হতে মূল্যবান প্রাণিজ আমিষের স্থায়ীত্বশীল আহরণ অব্যাহত রেখে ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করার লক্ষ্যে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে আন্তরিকতা নিয়ে দায়িত্বপালন করে যেতে হবে। কোন ধরণের ব্যবস্থাপনা ছাড়া মৎস্য সম্পদ আহরণ শুধু সম্পদের ধ্বংসই ডেকে আনবে। বর্তমানে আমরা স্বল্প খরচে বেশি মৎস্য আহরণে উৎসাহিত হয়ে থাকি। এই সম্পদকে দীর্ঘ মেয়াদে ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মজুদের নিশ্চয়তা বিধান করা জরুরী। দেশের এই বিশাল জলজসম্পদকে বিজ্ঞান ভিত্তিক আধুনিক উপায়ে সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন কৌশল প্রণয়নের লক্ষ্যে সম্প্রতি ০৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ খ্রি. তারিখে বাংলাদেশ নেভাল একাডেমি, চট্টগ্রামে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানী, শিক্ষক, গবেষক, নীতি-নির্ধারক, বাংলাদেশ নেভী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বিদেশী সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ সর্বোপরি মৎস্য অধিদপ্তর এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি সমন্বয়ে "বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা: বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কৌশল শীর্ষক

কন্সালটেশন ওয়ার্কশপের মাধ্যমে একটি স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী উন্নয়ন কৌশল সুপারিশ করা হয়। প্রণীত সুপারিশমালার ধারাবাহিকতায় বাস্তবভিত্তিক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘ মেয়াদী সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা (প্ল্যান অব একশন) প্রণয়নে ২৯/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখে মৎস্য অধিদপ্তরের সম্মেলন কক্ষে মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট সংস্থার প্রতিনিধি সমন্বয়ে সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে। সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সংরক্ষিত এলাকা চিহ্নিতকরণ ও ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন, প্রজাতিভিত্তিক মাছের প্রজনন নিরাপদ ও সুগম করার নিমিত্ত মৌসুম ও এলাকা নির্ধারণ করে আহরণ নিয়ন্ত্রণ করা, মৎস্য-নৌযান ও সরঞ্জামাদি/পরিবেশবান্ধব জাল এর ব্যবহার প্রচলনসহ মাছ ও চিংড়ির প্রজনন, নার্সারী ও ফিডিং গ্রাউন্ড সংরক্ষণ প্রয়োজন।

বর্তমান বিশ্বে এক তৃতীয়াংশ লোক সমুদ্র উপকূলে বসবাসের পাশাপাশি সমুদ্র সম্পদের উপর নির্ভরশীল। বাংলাদেশও যার ব্যতিক্রম নয়। বিশ্বে বর্তমানে উন্নত ও মধ্যম আয়ের মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট দেশ সমূহ নিজ প্রয়োজনে দেশের স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বিভিন্ন প্রকার সমুদ্র বিষয়ক গবেষণা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। এ ধরণের গবেষণা পরিচালনা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ছাড়াও এ ক্ষেত্রে প্রয়োজন দক্ষ জনবলের সম্পৃক্ততা এবং বিভিন্ন মেরিটাইম সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নিবিড় সমন্বয়, এ সকল বিষয় বিবেচনায় রেখে ৬ সেপ্টেম্বর' ২০১৪ চট্রগ্রামে অনুষ্ঠিত জাতীয় কন্সালটেশন ওয়ার্কশপের ধারাবাহিকতায় বঙ্গোপসাগরে মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ, আহরণ, ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়নের নিমিত্ত মেট্রিক্স আকারে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মপন্থা (Plan of Action) প্রণয়ন করা হলো।

Abbreviations

AIS-Automatic Identification System

ABNJ-Area Beyond National Juridiction

APFIC-Asia Pacific Fisheries Commission

BFRI- Bangladesh Fisheries Research Institute

BFSS- Bangladesh Sangbad songasta

BOBLME-Bay of Bengal Large Marine Ecosystem

BOBP-IGO-Bay of Bengal Program Inter -Governmental Organization

RFMO-Regional Fisheries Management Organization

BIMSTEC-Bay of Bengal Initiatives for Multi Sectoral Technical and Economic Cooperation

BMFA-Bangladesh Marine Fisheries Association

CCRF- Code OF Conduct for Responsible Fisheries

DoF- Department of Fisheries

EEZ- Exclusive Economic Zone

FAO- Food & Agriculture Organization

ITLOS- International Tribunal on the Law of the Sea

IUU-Illegal, Unreported and Unregulated

LME- Large Marine Ecosystem

MPA-Marine Protected Area

MSY- Maximum Sustainable Yield

MFA- Marine Fisheries Academy

MCS- Monitoring, Control and Surveillance

MoU-Memorundum of Understanding

NPOA- National Plan of Action

SPARSO-Space Research and Remote Sensing Organization

VTMS-Vessel Tracking Monitoring System

VMS- Vessel Monitoring System

বাংলাদেশের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা: কর্মপরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন কৌশল

ক. স্বল্প-মেয়াদী কর্ম কৌশল

ক্র নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	বাস্ত বায়ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
১	জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা (National Marine Fisheries Policy) প্রণয়ন।	খসড়া জাতীয় সামুদ্রিক মৎস্য নীতিমালা প্রণয়ন।	আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠান এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে মন্ত্রীপরিষদ সভায় অনুমোদন গ্রহণ।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়	২০১৫
২	EEZ এবং ABNJ এর ২০০ মিটার গভীরতার উর্দ্ধে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ ।	১। মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প হতে ২০১৫-২০১৭ সাল পর্যন্ত সম্ভাব্য জরিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২। এফ ভি মীন সন্ধানী নামক জরিপ জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ৩। একটি জাহাজের মাধ্যমে ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয় বিধায় টুনা এবং এ ধরনের অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য মজুদ সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য SEAFDEC/FAO অথবা উপযুক্ত সংস্থার বিশেষজ্ঞ/পরামর্শকের সাহায্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ৪। EEZ এবং ABNJ এর উর্দ্ধে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং এ ধরনের অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য আহরণে সম্ভাব্যতা নিরূপণে উপযুক্ত সংস্থা/দেশের বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগে exploratory survey এর ব্যবস্থা গ্রহণ। ৫। যুগোপযোগী ও চাহিদা মাফিক নতুন নতুন কারিগরি জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মৎস্য (ডিপ সি ফিশিং) আহরণের প্রস্তাবকে উৎসাহিত করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণারয়, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, বিএফআরআই, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, আইএমএসএফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে কার্যক্রম সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর	২০১৬-২০১৭

ক্র নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ		বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	বাস্ত বায়ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
৩	জরিপ ও গবেষণা জাহাজের মাধ্যমে বঙ্গোপসাগরে মাছের মজুদ নিরূপণসহ নতুন নতুন মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ।	১। জরিপ জাহাজের মাধ্যমে জরিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন। ২। প্রজাতিভিত্তিক মৎস্যের জৈবিক বিশ্লেষণ, বিচরণ ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ, মজুদ নিরূপণ ও ব্যবস্থাপনা কৌশল প্রণয়নসহ সামুদ্রিক মাছের প্রজাতির সংখ্যা হালনাগাদকরণ। ৩। বাণিজ্যিক ট্রলারকর্তৃক আহরিত ক্যাচ ডাটা/উপাত্ত/প্রজাতি ভিত্তিক তথ্যাদি নিয়মিত সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। ৪। ল্যান্ডবেইজড ক্যাচ ডাটা/উপাত্ত /প্রজাতি সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ। ৫। জরিপ জাহাজ পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও জরিপ / গবেষণা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগ/ পদায়নসহ বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প হতে বিশেষজ্ঞ নিয়োগের মাধ্যমে stock assessment সম্পর্কিত প্রশিক্ষণ এর ব্যবস্থা গ্রহণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ নৌ বাহিনী/ স্পারসো ও বিএফডিসিএর সার্বিক সহযোগিতায় মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমি,আইএমএসএফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এর সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর এবং নৌ বাহিনী (জরিপ বিভাগ)	২০১৭
৪	জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ, উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় জলবায়ু পরিবর্তন জনিত সমস্যা মোকাবেলা এবং অন্যান্য সমস্যা নিরসনকল্পে বিভিন্ন গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	১। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয়ে গবেষণা/ষ্টাডির ক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ও বাস্তবায়ন করা। ২। গবেষণা প্রতিবেদনের আলোকে আন্তঃমন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন। ৩। আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ/ অভিজ্ঞতা বিনিময় সফর আয়োজন। ৪। জনসম্পৃক্ততা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণের জন্য মিডিয়াকে সম্পৃক্তকরণ। ৫। বঙ্গোপসাগরের জীববৈচিত্র্য, মৎস্য সম্পদ ও পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মৎস্য আহরণ যানের মাঝি/স্কিপার এবং নাবিকদের মধ্যে সচেতনতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদান।	১। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে পরিবেশ ও বন মন্ত্রণালয় এর সার্বিক সহযোগিতায় মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এর সমন্বয়ে Institute of Marine Science and Fisheries, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন। ২। সংশ্লিষ্ট আঞ্চলিক সংস্থার সাথে সমন্বয় করে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা বিনিময়ের কর্মসূচী প্রণয়ন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়-এর তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	২০১৭

ক্র নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	বাস্ত বায়ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
৫	বঙ্গোপসাগরের দক্ষিণ-পশ্চিমে ভারতের সাথে সমুদ্রসীমা বিরোধ নিষ্পত্তির মাধ্যমে প্রাপ্ত ১৯,৪৬৭ বর্গ কি.মি. এলাকাসহ ১,১৮,৮১৩ বর্গ কি. মি. এলাকায় প্রজাতিভিত্তিক মৎস্য সম্পদের মজুদ, প্রাচুর্য্যতা, বিস্তৃতি, গভীরতা সহ অন্যান্য সমুদ্রবিদ্যা বিষয়ক তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা কৌশল নির্ধারণ।	১। মৎস্য অধিদপ্তরের অধীন মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ জরিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। ২। Bangladesh Marine Fisheries Association (BMFA), Marine Fisheries Academy (MFA), মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই, স্পারসো এবং আইএমএসএফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প , মৎস্য অধিদপ্তর, বিএফআরআই, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, কোস্ট গার্ড এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এর সমন্বয়ে আইএমএসএফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে কার্যক্রম পরিচালনা করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর ও বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট এবং বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৭
৬	সকল যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণের মাধ্যমে সমুদ্র ও উপকূলে মৎস্য আহরণে নিয়োজিতকরণ।	১। রেজিস্ট্রেশন, ফিটনেস প্রদান ও ফিশিং লাইসেন্সিং কার্যক্রম শক্তিশালীকরণে ক্রাশ প্রোগ্রাম গ্রহণ। ২। সংশ্লিষ্ট সংস্থার সমন্বয়ে নিয়মিতভাবে যৌথ ক্যাম্প পরিচালনা করে মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন, সী ওয়ার্দীনেস এবং ফিশিং লাইসেন্স প্রদান করা। ৩। সামুদ্রিক মৎস্য আইন/বিধিমালা; FAO-CCRF; IUU-Fishing বিষয়ে মৎস্যজীবীদের গণসচেতনতামূলক সভা, মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা। ৪। IUU-Fishing নিয়ন্ত্রণে National Plan of Action (NPOA) প্রণয়নপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, সমুদ্র পরিবহণ মন্ত্রণালয়, সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর, নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর,মৎস্য দপ্তর, বাংলাদেশ, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড, যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান সমিতির প্রতিনিধি এর সমন্বয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর, নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর,সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	চলমান

ক্র নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	বাস্ত বায়ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
৭	চিংড়ি এবং সামুদ্রিক মাছের প্রজনন সময়ে মাছ/চিংড়ি আহরণ বন্ধ রাখার নিমিত্ত জরুরী ভাবে বিধি সংশোধন ও প্রজ্ঞাপন জারীকরণ।	১। DoF, BFRI, BMFA; MFA, স্পারসো এবং আইএমএসএফ, চট্টগ্রামসহ সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সহযোগিতায় সংগৃহীত তথ্য-উপাত্ত বিশ্লেষণ এবং গবেষণা পূর্বক সময়কাল নির্ধারণ। ২। সংশ্লিষ্ট অংশিজনের সাথে কন্সালটেশন পূর্বক কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।	মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএফআরআই, আইএমএসএফ এবং BMFA সহযোগে সমন্বিতভাবে কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর এবং বিএফআরআই	২০১৭
৮	বাণিজ্যিক ট্রলার বহর এবং যান্ত্রিক ও অযান্ত্রিক মৎস্য নৌযান দ্বারা সামুদ্রিক মৎস্য অধ্যাদেশ অনুসরণে মৎস্য আহরণ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড ও সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর সমন্বিত কার্যক্রম জোরদারকরণ।	১। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড কর্তৃক MCS কার্যক্রম জোরদারকরণ। ২। উপকূলীয় জেলা সমূহের নির্দিষ্ট লোকেশনে বিশেষ করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং বাংলাদেশ নৌ বাহিনীর আউট স্টেশনে মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট ইউনিট স্থাপনপূর্বক সমন্বিত কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ৩। সংশ্লিষ্ট বাহিনী ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা/ অংশিজন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি সহযোগে প্রতি ৬ মাস অন্তর উচ্চ পর্যায়ের সভা আয়োজন করে কার্যক্রম পর্যালোচনা করা। ৪। সমুদ্র থেকে আহরিত মাছের গুণগতমান নিশ্চিত করণার্থে মৎস্য আহরণ যানের মাঝি/ক্ষিপার এবং নাবিকদের আহরণ ও আহরণ পরবর্তী ঝুঁকি কমাতে গুড ফিশিং প্রেসেল ব্যবস্থাপনার উপর প্রশিক্ষণ প্রদান।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সমন্বয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালায়, সমুদ্র পরিবহণ মন্ত্রণালয়সহ আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে কৌশলগত কার্যক্রম গ্রহণ পূর্বক BFSS, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড কর্তৃক বাস্তবায়ন।	প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এর সহযোগিতায় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর	চলমান

ক্র নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	বাস্ত বায়ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
৯	মিয়ানমার ও ভারতের সাথে মীমাংসিত জলাশয়সহ বঙ্গোপসাগরের জলসীমায় বিদেশি ট্রলারের অবৈধ অনুপ্রবেশ ও মৎস্য আহরণ রোধে বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর নজরদারি জোরদার করা ।	১। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড কর্তৃক MCS কার্যক্রম জোরদারকরণ। ২। উপকূলীয় জেলা সমূহের নির্দিষ্ট লোকেশনে বিশেষ করে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এবং নৌ বাহিনীর আউট স্টেশনে মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট ইউনিট স্থাপনপূর্বক সমন্বিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন। ৩। বাংলাদেশ নৌ বাহিনী কর্তৃক এয়ার সার্ভেল্যান্স ও নিয়মিত রিপোর্টিং। ৪। বাণিজ্যিক ফিশিং ট্রলারের রেজিস্ট্রেশন, সী ওয়ার্দীনেস ও ফিশিং লাইসেন্স ইস্যুর পূর্বে সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, নৌবাণিজ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের প্রতিনিধি সহযোগে যৌথ জরিপ পরিচালনা। ৫। যে সকল জেলে মাছ ধরতে গিয়ে বিভিন্ন কারণে বিদেশি পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতার হয়ে বিদেশি জেলে বন্ধী অবস্থায় থাকে তাদের দেশে ফেরত আনার ব্যবস্থা গ্রহণ। ৬। স্বল্প সময়ে যোগাযোগ স্থাপনে প্রতিটি মৎস্য ট্রলারে Effective Communication Equipment প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সমন্বয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালায়, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর, বিজিবি , নৌ পুলিশ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর সমন্বয়ে একটি উচ্চ পর্যায়ের কমিটি গঠন এবং ব্যবস্থা গ্রহণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালায়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, নৌ পরিবহন মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর, নৌ পরিবহন অধিদপ্তর, নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর।	চলমান
১০	সমুদ্র উপকূলবর্তী/ মোহনাঞ্চলীয় জলাশয়ের সুবিধাজনক এলাকায় সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ কার্যক্রম মনিটরিং এর জন্য মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন।	সমুদ্র উপকূলবর্তী/মোহনাঞ্চলীয় গুরুত্বপূর্ণ স্থানে মেরিন ফিশারিজ সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট স্থাপন এর জন্য মৎস্য অধিদপ্তরের পরিকল্পনা শাখার মাধ্যমে প্রকল্প প্রণয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ।	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর কর্তৃক মৎস্য অধিদপ্তরে প্রস্তাব প্রেরণ।	মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং কোস্টগার্ড।	২০১৫

ক্র নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	বাস্ত বায়ন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
১১	সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/ সংস্থা/অধিদপ্তর/দপ্তর/ মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এর সাংগঠনিক কাঠামো জোরদার করার লক্ষ্যে বিদ্যমান জনবলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে শূণ্যপদ পূরণের পাশাপাশি নতুন জনবল সৃষ্টির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ।	১। জরিপ ও গবেষণা জাহাজ পরিচালনার জন্য বিজ্ঞানী/গবেষক/ সেইলর/স্টাফ নিয়োগ/পদায়নসহ তথ্য আহরণ ও বিশ্লেষণ এবং সমুদ্রে কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সহায়ক প্রশিক্ষণ প্রদান। ২। সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ও ব্যবস্থাপনা ইউনিটসহ সামুদ্রিক মৎস্য সেক্টর সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/ অধিদপ্তর/দপ্তর/মেরিন ফিশারিজ একাডেমি-এর শূন্যপদে জনবল পদায়ন/নিয়োগ প্রদান ও নতুন জনবল সৃষ্টির ব্যবস্থা গ্রহণ। ৩। সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ, ব্যবস্থাপনা, প্রশিক্ষণ ও উন্নয়নকল্পে প্রয়োজনীয় জনবলবৃদ্ধির জন্য সাংগঠনিক কাঠামো পূর্ণগঠনপূর্বক প্রস্তাব অগ্রায়ন ও বাস্তবায়ন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয় এবং জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমি।	ডিসেম্ব র ২০১৭
১২	মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল বাণিজ্যিক ট্রলারে VMS/AIS সহায়ক যন্ত্রপাতি সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১। ১০০ টি মৎস্য ট্রলারে VTMS সহায়ক যন্ত্রপাতি সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা । ২। প্রতিটি বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারে AIS সংযোজনসহ তা বাস্তবায়নে অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করা। ৩। প্রতিটি বাণিজ্যিক ট্রলারে পর্যায়ক্রমে ফিস ফাইন্ডার প্রযুক্তি, স্যাটেলাইট টেকনোলজি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	১। মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে VTMS সহায়ক যন্ত্রপাতি সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২। AIS সংগ্রহ এবং সংযোজনে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ,মৎস্য অধিদপ্তর ও সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর Innovation Fund এর সহায়তা গ্রহণ করা।	উদ্যোগী সংস্থা- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর সহযোগী সংস্থা–সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি/ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং কোস্টগার্ড।	২০১৭

খ. মধ্য-মেয়াদী কর্ম কৌশল

ক্র.নং নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	কার্যকালীন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
১	MSY/MEY পর্যায়ে আহরণ নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সামুদ্রিক মৎস্য/চিংড়ি প্রজাতির মজুদ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণের জন্য পরীক্ষামূলক জরিপকার্য এবং গবেষণা অব্যাহত রাখা।	১। মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প কর্তৃক সংগৃহীত জাহাজ দ্বারা জরিপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখা। ২। সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ইউনিট এর জনবল বৃদ্ধি করা। ৩। মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ক্যাডেট ও নৌ বাহিনীর কর্মকর্তাদের on-board তথ্য সংগ্রহে সম্পৃক্ত করা। ৪। World Fish এবং FAO এর সম্পৃক্ততায় বিশেষজ্ঞ সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। ৫। গভীর সমুদ্রে বিভিন্ন পেলাজিক প্রজাতির মাছের মজুদ নিরূপণে সারা বছর জরিপ ও গবেষণা পরিচালনায় উন্নয়ন সহযোগী দেশের উপযুক্ত সার্ভে ভেসেল সংগ্রহ করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএফআরআই, বিএফডিসি, ইএমএসএফ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী , কোস্টগার্ড , মৎস্য অধিদপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ গ্রহণে।	উদ্যোগী সংস্থা-বিএফআরআই, মৎস্য অধিদপ্তর সহযোগী সংস্থা - মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, নৌবাহিনী (জরীপ বিভাগ)	চলমান
২	সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় উৎকর্ষ সাধনে সরকারী জনবলের দক্ষতা বৃদ্ধি এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন।	১। বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও কোস্টগার্ড এর জনবল বৃদ্ধির পাশাপাশি ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন এবং এয়ার সার্ভেল্যান্স সিস্টেম শক্তিশালী করা। ২। বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ৩। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর ও মেরিন ফিশারিজ একাডেমির জনবল বৃদ্ধি করা। ৪। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তরের অধীনে সার্ভেল্যান্স চেকপোস্ট এর সংখ্যা বৃদ্ধি করা। ৫।প্রয়োজনীয় সংখ্যক মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করা।	১। বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড মৎস্য অধিদপ্তর মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এবং বিএফডিসি কর্তৃক প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে জনবল এবং ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্যোগ গ্রহণ। ২। নিয়মিত সভা, সেমিনার এবং ওয়ার্কশপ এর আয়োজন।	উদ্যোগী সংস্থা – মৎস্য অধিদপ্তর সহযোগী সংস্থা– বাংলাদেশ নৌবাহিনী, কোস্টগার্ড, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এবং বিএফডিসি	চলমান

ক্র.নং নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	কার্যকালীন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
৩	মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল বাণিজ্যিক ট্রলারে VMS/AIS সহায়ক যন্ত্রপাতি সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ।	১। ১০০ টি মৎস্য ট্রলারে VTMS সহায়ক যন্ত্রপাতি সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা । ২। প্রতিটি বাণিজ্যিক মৎস্য ট্রলারে AIS সংযোজনসহ তা বাস্তবায়নে অবকাঠামোগত সুযোগ সৃষ্টি করা। ৩। প্রতিটি বাণিজ্যিক ট্রলারে পর্যায়ক্রমে ফিস ফাইন্ডার প্রযুক্তি, স্যাটেলাইট টেকনোলজি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	১। মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প এর মাধ্যমে VTMS সহায়ক যন্ত্রপাতি সংযোজনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২। AIS সংগ্রহ এবং সংযোজনে মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, মৎস্য অধিদপ্তর ও সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তরের যৌথ সহযোগিতায় ব্যবস্থা গ্রহণ। প্রয়োজনে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর Innovation Fund এর সহায়তা গ্রহণ করা।	উদ্যোগী সংস্থা- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের তত্ত্বাবধানে নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর ও মৎস্য অধিদপ্তর। সহযোগী সংস্থা–সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি/ প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়/ বাংলাদেশ নৌ বাহিনী এবং কোস্ট গার্ড	২০১৭
৪	উপকূলীয় অর্ধ-লবণাক্ত পানিতে সি-বাস, মুলেট, সামুদ্রিক শৈবাল, কাঁকড়া, শামুক/ঝিনুক, সামুদ্রিক মুক্তা ইত্যাদির গবেষণা ও চাষ ব্যবস্থাপনা সম্প্রসারণ।	১। টিএপিপি প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যবস্থা গ্রহণ করা। ২। মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে গবেষণা প্রকল্প প্রদান।	সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বিশ্ববিদ্যালয় সমন্বয়ে গবেষণা/ষ্টাডির মাধ্যমে উন্নত চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ	উদ্যোগী সংস্থা- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউটও মৎস্য অধিদপ্তর সহযোগী সংস্থা– বিষয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়	২০১৫ - ২০১৭
৫	সুন্দরবন সংলগ্ন জলাশয় এবং সন্নিহিত দ্বীপাঞ্চলকে সংরক্ষিত সামুদ্রিক এলাকা (MPA) ঘোষণা	১। এ বিষয়ে গত ২৪/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখে IUCN ও BOBLME এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত MPA Frame-workh Workshop-এ গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরের ঘোষিত ৬৯৮ বর্গ কি.মি. Marine Reserve-এ MCSপদ্ধতি কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন করা। ২। জরিপ জাহাজ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নতুন নতুন MPA চিহ্নিত করা। ৩। নতুন ভাবে Marine Reserve স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তর সমন্বয়ে বাস্তবায়ন। জরিপ জাহাজ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে Marine Reserve স্থাপন করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়	২০১৬ - ২০১৮

ক্র.নং নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	কার্যকালীন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
৬	উচ্চ অভিগমন-প্রবণ সামুদ্রিক মৎস্য প্রজাতির জন্য Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), Bay of Bengal Programme- Inter-Governmental Organisation (BOBP-IGO), Asia Pacific Fisheries Commission (APFIC) ইত্যাদির অনুকরণে Regional Fisheries Management Organization (RFMO) সহযোগে আঞ্চলিক/উপ-আঞ্চলিক পদক্ষেপ গ্রহণ	IOTC এবং অন্যান্য RFMO - তে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্তির জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক IOTC এবং অন্যান্য RFMO - তে প্রস্তাব প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য সংস্থা	২০১৫ - ২০১৭
৭	সামুদ্রিক চিংড়ি ও বিভিন্ন মৎস্য প্রজাতির প্রজনন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে নির্ধারিত মৌসুমে এদের আহরণ নিয়ন্ত্রণ	১। সামুদ্রিক চিংড়ির প্রজনন ও সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মৌসুম (১৫ জানুয়ারি- ১৫ ফেব্রুয়ারি) নির্ধারণ করা। ২। মৎস্য প্রজাতির প্রজনন ও সংরক্ষণের নিমিত্ত মৌসুম নির্ধারণ করা ৩। সংশ্লিষ্ট অংশিজন, সংস্থা প্রতিনিধিবৃন্দের সহযোগিতায় কার্যক্রম বাস্তবায়ন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক এ বিষয়ে এস আর ও জারীর ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	উদ্যোগী সংস্থা- মৎস্য অধিদপ্তর সহযোগী- বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	২০১৫ - ২০১৬

ক্র.নং নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান /দপ্তর/সংস্থা	কার্যকালীন সময়
১	২	৩	৪	৫	৬
৯	সুন্দরবন অঞ্চলের জলজ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। সুন্দরবনের নদী, নালা, জলাভূমির পরিমাণ এবং এর জলজ জীববৈচিত্র্য ও মৎস্য প্রাচুর্যতা নিরূপণ। ২। সুন্দরবনের অভ্যন্তরে সকল জলাভূমিকে Marine Protected Area (MPA) হিসেবে ঘোষণা করা। ৩। সুন্দরবন সংলগ্ন জলাশয়ে মাছ ও অন্যান্য জলজ প্রাণির নার্সারি গ্রাউন্ড চিহ্নিত করে সংরক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ। ৪। এ সকল কাজে Remote-sensing technology কার্যকর হিসেবে প্রয়োগ করা যেতে পারে।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় কর্তৃক বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট, মৎস্য অধিদপ্তর ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগসমূহে গবেষণা প্রকল্প প্রদান।	উদ্যোগী সংস্থা- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা: SPARSO,বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, মৎস্য অধিদপ্তর	২০১৫ - ২০১৭
১০	EEZ এবং ABNJ এর ২০০ মিটার গভীরতার উর্দ্ধে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং অন্যান্য বৃহৎ পেলাজিক মৎস্য আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ ।	১। মৎস্য অধিদপ্তরের মাধ্যমে মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প হতে ২০১৫-২০১৭ সাল পর্যন্ত সম্ভাব্য জরিপ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। ২। এফ ভি মীন সন্ধানী নামক জরিপ জাহাজ ক্রয় প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। ৩। একটি জাহাজের মাধ্যমে ব্যাপক জরিপ কার্যক্রম পরিচালনা করা সম্ভব নয় বিধায় টুনা এবং এ ধরনের অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য মজুদ সম্পর্কে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহের জন্য SEAFDEC/FAO অথবা উপযুক্ত সংস্থার বিশেষজ্ঞ/পরামর্শকের সাহায্যে কার্যক্রম বাস্তবায়ন। ৪। EEZ এবং ABNJ এর উর্দ্ধে বাণিজ্যিকভাবে টুনা এবং এ ধরনের অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য আহরণে সম্ভাব্যতা নিরূপণে উপযুক্ত সংস্থা/দেশের বিশেষজ্ঞ পরামর্শকের সহযোগিতায় যৌথ উদ্যোগে exploratory survey এর ব্যবস্থা গ্রহণ। ৫। যুগোপযোগী ও চাহিদা মাফিক নতুন নতুন কারিগরী জ্ঞান ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে গভীর সমুদ্রে মৎস্য (ডিপ সি ফিশিং) আহরণের প্রস্তাবকে উৎসাহিত করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্প, বিএফআরআই, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, আইএমএসএফ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়সহ সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় এর মাধ্যমে কার্যক্রম সমন্বয় ও বাস্তবায়ন করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে মৎস্য অধিদপ্তর	২০১৬ - ২০১৮

গ. দীর্ঘ মেয়াদী কর্ম কৌশল

ক্র. নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ দপ্তর/সংস্থা	সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬
১	বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণাধীন সামুদ্রিক জলসীমার আয়তন এবং চৌহর্দ্দি চিহ্নিতকরণ এবং মানচিত্র প্রণয়ন	১। স্যাটালাইটের মাধ্যমে মেরিটাইম মানচিত্র প্রণয়ন, সচিত্র উপাত্ত সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ। ৩। বাণিজ্যিক গুরুত্বপূর্ণ মাছের প্রাচুর্যতা ও বিচরণ এলাকা, প্রধান প্রজনন এলাকা ইত্যাদি নিরূপণে গবেষণা পরিচালনা।	পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, জরিপ অধিদপ্তর এবং স্পারসো এর সম্পৃক্ততায় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	উদ্যোগী সংস্থা - পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, জরিপ অধিদপ্তর , স্পারসো	২০১৬ - ২০২১
২	বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণাধীন সমুদ্র এলাকার সার্বিক উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার নিমিত্ত জাতীয় কমিটি গঠন	১। ব্লু -ইকোনমি ধারণার আলোকে সংশ্লিষ্ট অংশিজন সমন্বয়ে জাতীয় কমিটি গঠন এবং কমিটির কার্যপরিধি নির্ধারণ। ২। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দপ্তরের একজন উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে কমিটির কার্যক্রম পরিচালনা । ৩।প্রতি ৬ মাস অন্তর কমিটির সভা আয়োজন।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় প্রতি ৬ মাস অন্তর আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার মাধ্যমে পর্যালোচনা।	উদ্যোগী সংস্থা- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়,মৎস্য অধিদপ্তর	চলমান
৩	শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ সৃষ্টি।	১। বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয় অন্তর্ভূক্তিকরণ। ২। দেশ বিদেশে উচ্চতর শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের সুযোগ সৃষ্টি করা।	১। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং মেরিন ফিশারিজ একাডেমিতে ওশেনোগ্রাফী বিষয়ে শিক্ষা প্রদান। ২। আঞ্চলিক সংস্থাসমূহের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	শিক্ষা মন্ত্রণালয় মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সমুদ্র পরিবহণ অধিদপ্তর ইউজিসি মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	চলমান
৪	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর জনবল এবং ভৌত অবকাঠামো বৃদ্ধি।	১। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর সংশোধিত অরগ্যানোগ্রাম প্রণয়ন। ২। প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামো স্থাপন এবং যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগ্রহ।	১। সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং কোস্টগার্ডের সাথে সমন্বিতভাবে অরগ্যানোগ্রাম প্রণয়ন। ২। প্রকল্প প্রণয়নের মাধ্যমে ভৌত অবকাঠামো স্থাপন এবং যন্ত্রপাতি ও উপকরণ সংগ্রহ করণ।	পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, অর্থ মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌবাহিনী এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, মৎস্য অধিদপ্তর, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি	২০১৬ - ২০২১

ক্র. নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ দপ্তর/সংস্থা	সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬
৫	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনার জন্য সকল প্রকার মৎস্য সম্পদের উপর গবেষণা	১। বঙ্গোপসাগরের মৎস্য সম্পদ নিরুপণ ২। সমুদ্র বিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা। ৩। Marine Protected Area চিহ্নিতকরণ এবং তালিকা প্রণয়ন। ৪। নতুন মৎস্যক্ষেত্র চিহ্নিতকরণ ৫। পরিবেশ বান্ধব মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম (fishing gear) প্রবর্তনের কার্যক্রম গ্রহণ।	বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও সামুদ্রিক মৎস্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গবেষণা প্রকল্প গ্রহণ ও গবেষণা কার্য পরিচালনা ।	উদ্যোগী সংস্থা- বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট ও সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় । সহযোগী সংস্থা- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়	চলমান
৬	সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের টেকসই ব্যবস্থাপনা ও প্রজাতিভিত্তিক সর্বোচ্চ সহনশীল মৎস্য আহরণ (MSY) কল্পে জরিপকার্য পরিচালনা ও প্রকারভিত্তিক ট্রলারের সংখ্যা নির্ধারণ	১। মেরিন ফিশারিজ ক্যাপাসিটি বিল্ডিং প্রকল্পকর্তৃক সংগৃহীত জাহাজ দ্বারা জরিপ কার্যক্রম অব্যহত রাখা। ২। সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ইউনিট এর জনবল বৃদ্ধি করা। ৩। মেরিন ফিশারিজ একাডেমির ক্যাডেট ও নৌ বাহিনীর কর্মকর্তাদের on-board তথ্য সংগ্রহে সম্পৃক্ত করা। ৪। World Fish এবং FAO এর সম্পৃক্ততায় বিশেষজ্ঞ সেবা প্রাপ্তির মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা করা। ৫। গভীর সমুদ্রে বিভিন্ন পেলাজিক প্রজাতির মাছের মজুদ নিরূপণে সারা বছর জরিপ ও গবেষণা পরিচালনায় উন্নয়ন সহযোগী দেশের উপযুক্ত সার্ভে ভেসেল সংগ্রহ করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বিএফআরআই, বিএফডিসি, ইএমএসএফ, বাংলাদেশ নৌবাহিনী , কোস্টগার্ড , মৎস্য অধিদপ্তর মেরিন ফিশারিজ একাডেমি ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়।	উদ্যোগী সংস্থা- বিএফআরআই, মৎস্য অধিদপ্তর, সহযোগী সংস্থা মেরিন ফিশারিজ একাডেমি, নৌবাহিনী (জরিপ বিভাগ)	চলমান

ক্র. নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ দপ্তর/সংস্থা	সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬
৭	সামুদ্রিক মৎস্য ব্যবস্থাপনায় প্রতিবেশী দেশের সাথে সমন্বয়ক সংস্থা গঠন। ন্যূনতম বঙ্গোপসাগর তীরবর্তী দেশসমূহ অথবা বাংলাদেশ, ভারত ও মায়ানমার সমন্বয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা সংস্থা গঠন।	১। MOU স্বাক্ষর ও যৌথ জরিপ পরিচালনাসহ কর্মকর্তা , বিজ্ঞানী ও বিশেষজ্ঞ এর অভিজ্ঞতা বিনিময়। ২। সামুদ্রিক মৎস্য বিষয়ক আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য পদ গ্রহণ। ৩। পানিদূষণ, অতি আহরণ রোধে সার্বক্ষণিক তদারকির মাধ্যমে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ।	১। প্রতিবেশী দেশসমূহ ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে সমন্বিত ব্যবস্থাপনা গ্রহণ। ২। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে।	উদ্যোগী সংস্থা- পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সহযোগী সংস্থা- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী ও কোস্টগার্ড	২০১৬-২০২১
৮	Ecosystem Approach to Fisheries Management প্রবর্তন করে সামুদ্রিক দূষণ নিয়ন্ত্রণ, জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ এবং সমুদ্র ও উপকূলীয় এলাকার অতিগুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র সমূহ সংরক্ষণ	১। Ecosystem এর বিভিন্ন দিকের ওপর গবেষণা ও প্রশিক্ষণ। ২। দূষণ নিয়ন্ত্রণে যথাযথ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম গ্রহণ। ৩। ব্রিডিং ও নার্সারী গ্রাউন্ড ,মেরিন রিজার্ভ, সামুদ্রিক সংরক্ষিত এলাকায় নজরদারী কার্যক্রম জোরদারকরণ	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড, সংশ্লিষ্ট বিশ্বাবদ্যালয়ের সমুদ্র বিষয়ক বিভাগ সমূহ/গবেষণা প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে সমন্বয়ে সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণ।	উদ্যোগী সংস্থা- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা- মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী , বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	চলমান
৯	সুন্দরবন সংলগ্ন জলাশয় ও সন্নিহিত দ্বীপাঞ্চল এবং সামুদ্রিক এলাকা (MPA) ঘোষণা	১। এ বিষয়ে গত ২৪/০৯/২০১৪ খ্রি. তারিখে IUCN ও BOBLME এর যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত MPA Frame-work Workshop-এ গৃহীত সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে বঙ্গোপসাগরের ঘোষিত ৬৯৮ বর্গ কি.মি. Marine Reserve-এ MCS পদ্ধতি কার্যকরীভাবে বাস্তবায়ন করা। ২। জরিপ জাহাজ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে নতুন নতুন MPA চিহ্নিত করা। ৩। নতুন ভাবে Marine Reserve স্থাপনের লক্ষ্যে উদ্যোগ নেয়া।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয় এর মাধ্যমে কৌশল নির্ধারণপূর্বক মৎস্য অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর ও বন অধিদপ্তর সমন্বয়ে বাস্তবায়ন। জরিপ জাহাজ কর্তৃক প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে Marine Reserve স্থাপন করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় এবং বন ও পরিবেশ মন্ত্রণালয়	২০১৬ - ২০১৮

ক্র. নং	কার্যক্রম	কার্যক্রমের বিবরণ	বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া	বাস্তবায়নকারী মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তর/প্রতিষ্ঠান/ দপ্তর/সংস্থা	সময়কাল
১	২	৩	৪	৫	৬
১০	সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে কার্যকরীভাবে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা	১।সকল মৎস্য নৌযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিশিং লাইসেন্স গ্রহণের কার্যক্রম পরিচালনা ২। মৎস্য আহরণে নিয়োজিত সকল বাণিজ্যিক ট্রলারে VMS সংযোজনের ব্যবস্থা গ্রহণ। ৩। মেরিন পুলিশ বিভাগ সৃষ্টি করে মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে উপকূলীয় এলাকায় মৎস্য অধ্যাদেশ/আইন বাস্তবায়ন ৪। গভীরতা ও প্রকার ভিত্তিক নৌযান নির্ধারণ করে colour coding করা	সামুদ্রিক মৎস্য দপ্তর, নৌ বাণিজ্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর জনবল এবং ভৌত অবকাঠামো ও সকল প্রকার লজিস্টিক সাপোর্ট বৃদ্ধির মাধ্যমে Monitoring, Control and Surveillance (MCS) কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা	উদ্যোগী সংস্থা- মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয় সহযোগী সংস্থা- সমুদ্র পরিবহন অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী , বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ মেরিন পুলিশ	চলমান
১১	বাংলাদেশের জলসীমায় IUU fishing নিয়ন্ত্রণে সামুদ্রিক মৎস্য আইন এর কঠোর বাস্তবায়ন	১। বিদেশী মৎস্য নৌযানের অবৈধ অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রতিরোধ। ২। বাণিজ্যিক ট্রলার ও যান্ত্রিক মৎস্য নৌযান কর্তৃক IUU fishing নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	মৎস্য অদিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌ পুলিশ, বিজিবি, বাংলাদেশ নৌবাহিনী ও বাংলাদেশ কোস্টগার্ড এর সম্পৃক্ততায় IUU fishing নিয়ন্ত্রণে ব্যবস্থা গ্রহণ।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয়ে - বাংলাদেশ নৌবাহিনী, বাংলাদেশ কোস্টগার্ড, বাংলাদেশ নৌপুলিশ, বিজিবি	চলমান
১২	পরিবেশ বান্ধব মৎস্য আহরণ সরঞ্জাম চিহ্নিতকরণ এবং প্রবর্তন	১। গবেষণার মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জাল চিহ্নিত করণ এবং প্রবর্তনে গণসচেতনতা সৃষ্টিকরণ। ২। অবৈধ জাল এর ব্যবহার পর্যবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ	গবেষণা প্রতিষ্ঠান, মেরিন ফিশারিজ একাডেমি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমে পরিবেশবান্ধব জাল চিহ্নিত করে তা প্রবর্তনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের উৎসাহিত করা	উদ্যোগী সংস্থা- বি এফ আর আই; সহযোগী সংস্থা- সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় মৎস্যঅধিদপ্তর, বাংলাদেশ নৌবাহিনী , বাংলাদেশ কোস্টগার্ড	২০১৬ - ২০২১
১৩	গভীর সমুদ্রে বাণিজ্যিক ভাবে টুনা এবং অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য (diversification of sea catch) আহরণের উদ্যোগ গ্রহণ	১। লং লাইন ফিশিং প্রবর্তন ২। টুনা এবং অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য আহরণের জন্য মৎস্য নৌযান প্রবর্তন।	টুনা এবং এ ধরনের অন্যান্য পেলাজিক মৎস্য আহরণে বিদেশী কারিগরি সহযোগিতায় স্বল্প সংখ্যক লংলাইনার নৌযান সংগ্রহের উদ্যোগ গ্রহণ করা।	মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর	২০১৬ - ২০২১
১৪	মেরিকালচার সম্প্রসারণ ও Sea Ranching প্রবর্তন।	১। খাঁচায় মাছ চাষ ২। সমুদ্র শৈবাল চাষ ৩। Sea Ranching প্রবর্তন ৪। সামুদ্রিক শামুক/ঝিনুক/মুক্তা চাষ	মৎস্য অধিদপ্তর, বি এফ আর আই ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের গবেষণা লব্ধ তথ্যের মাধ্যমে চাষ পদ্ধতি উদ্ভাবন ও সম্প্রসারণ	উদ্যোগী সংস্থা- বি এফ আর আই; সহযোগী সংস্থা - সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পৃক্ত বিভাগ	২০১৬ - ২০২১